প্রবীণ সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রবীণ সাংবাদিক ও সমালোচক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন গতকাল শনিবার) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন)। ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাসকষ্ট, বুকের ব্যথা, অন্ত্র ও মূত্রাশয়ের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁহাকে গত ২৭শে জানুয়ারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর। হাসপাতালে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু গতকাল সকালের পর হইতে তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ১২ টা ৪০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দৈনিক আজাদ-এর সাবেক প্রধান সম্পাদক এবং সাবেক দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) এর সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ এ দেশের সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বিরাজমান ছিলেন। গতকাল দুপুরে তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরীর সাংবাদিক সমাজে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীসহ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মরহুমের শুভাকাংক্ষীগণ পিজি হাসপাতালে এবং তাঁহার আগা মসিলেনস্থ বাসায় গমন করেন।

মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে জনাব শাম-

(শেষ পৃঃ পর)

হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক সেবক, মোসলেম জগৎ, দৈনিক সুলতান, দি মুসলমান, দৈনিক আজাদ, দৈনিক জেহাদ, দৈনিক পাকিস্তান প্রভৃতি সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক, কার্যকরী সম্পাদক, সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য পত্রিকা 'সওগাত' ও সওগাত সাহিত্য গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাপ্তাহিক সওগাত ও মাসিক সওগাত সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি বিভিন্ন সময়ে পালন করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যে ও সুধী সমাজে যাঁহারা সর্বপ্রথম সাদর সম্বর্ধনা জানান জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদক হিসাবে ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে তিনি ঐতিহাসিক অবদান রাখিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাসের পর পাকিস্তান আন্দোলন, ও রেনেসাঁ-আন্দোলনের পটভূমিতে বাঙ্গালী মুসলিম মানসের স্বতন্ত্ররূপ ও সাহিত্য সাধনার ধারা বিশ্লেষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যতম দিশারীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বছর একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্র-জনতার উপর গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে তিনি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে বাইশে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারের পাদদেশে যে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন।

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন বিভাগ পূর্বকালে পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। বিভাগ পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমীসহ বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় মূল্যবান অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে 'একুশে পদকে' ভূষিত হন। সাবেক পাকিস্তান আমলে তিনি দুইবার সম্মানসূচক 'খেতাব' লাভ করেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: ১। দৃষ্টিকোণ ২। পলাশী থেকে পাকিস্তান ৩। খরতরঙ্গ ৪। ত্রিস্রোতা ৫। নতুন চীন নতুন দেশ ৬। কচি পাতা ৭। অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী) ৮। দিগ্বিজয়ী তৈমুর ৯। চীনা উপকথা ১০। ইলিয়াড-অনুবাদ (হোমার) ১১। অনাবাদী জমি অনুবাদ (মূল-তুর্গেনিভ)। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাবলী ছাড়াও জনাব শামসুদ্দিনের অজস্র প্রবন্ধ [illegible] পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে।